মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট।

বিষয়ঃ ০৯-০৪-২০১৯ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত মবক'র মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: কমডোর এ কে এম ফারুক হাসান, বিএন, চেয়ারম্যান ।
তারিখ	: ০৯-০৪-২০১৯ খ্রিঃ।
সময়	: ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	: মবক এর সভা কক্ষ।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে উর্দ্ধতন উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সভায় কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:-

১। গত ০৭-০৩-১৯ অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

২। বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন বিভাগ/শাখা
১.	বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অংশের বাস্তবায়নের জন্য এ্যাকশন প্ল্যান।	ব্যাপক খননের পরিকল্পনা হিসেবে ২০১৯-২০২৩ মেয়াদে প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন করা।	• মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের নাব্যতা বজায় রাখার জন্য ড্রেজিং কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। • হিরণ পয়েন্টের নীলকমল খালে ২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক জোয়ারে ৭.৫ মিটার গভীরতার জাহাজ নির্বিঘ্নে বন্দরে আগমন-নির্গমন করতে পারছে। • "মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্পটির অধীনে প্রায় ১৩ কিঃ মিঃ নদী পথে ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ২২.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। • পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ১০৪ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের গত ১৩-১২-২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ডাইক ডিজাইন এবং সার্ভে কাজ চলছে। আগস্ট-১৯ মাসে ড্রেজিং এর কাজ শুরু হবে। • জয়মনিরগোল এলাকায় ১৩ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করার জন্য ২৯-০১-২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ড্রেজার প্রকল্প এলাকায় আনা হয়েছে। সার্ভে কাজ চলমান। • নিয়মিত Maintenance ড্রেজিং এবং পুরো চ্যানেলটিতে প্রাথমিক পর্যায়ে ৮.৫ মিটার CD গভীরতা অর্জনের জন্য ০১টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ২০-০৩-১৯ তারিখে নৌপম এর প্রেরণ করা হয়েছে। ১০ মিটার পর্যন্ত নাব্যতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সংরক্ষণ ড্রেজিং এর জন্য ২টি কাটার সাকশন ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। • ড্রেজিংকৃত মাটি দ্বারা মোংলা বন্দর এলাকায় স্থাপিত বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও অন্যান্য স্থাপনার জায়গা উন্নয়ন করা হচ্ছে এবং খুলনা-মোংলা রেললাইন স্থাপনের কাজে ড্রেজিং এর মাটি ব্যবহৃত হচ্ছে।	পরিকল্পনা বিভাগ
		আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যকে সহজতর করার লক্ষ্যে ভারতের সাথে নৌপথ বাণিজ্য আরও বাড়িয়ে একে নেপাল ভুটান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা।	আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যকে সহজতর করার লক্ষ্যে বিশেষ করে ভারত, নেপাল এবং ভুটানের ট্রানজিট পণ্য মোংলা বন্দরের মাধ্যমে পরিবহনের জন্য ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে: • দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারটি আধুনিকায়ন করা হয়েছে। • অটোমেশনের মাধ্যমে বন্দর ব্যবহারকারী ও নাগরিকদের বিভিন্ন সেবাসমূহ সহজ ও দ্রুত প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। • দ্রুত ও দক্ষতার সাথে মালামাল হ্যান্ডলিং এর জন্য বিভিন্ন ধরণের ৫৩টি নতুন কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।	

			• দিবারাত্র নিরাপদে জাহাজ চলাচলের জন্য চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে ৭৮টি লাইটেড বয়া, বীকনসহ ৬টি লাইট টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। • সমুদ্রগামী জাহাজ নির্বিঘ্নে ও দক্ষতার সাথে হ্যান্ডলিং এর জন্য ৬টি বিভিন্ন ধরনের সহায়ক জলযান সংগ্রহ করা হয়েছে। • বন্দরে কন্টেইনার ও কার হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি কন্টেইনার ইয়ার্ড ও ৩টি কার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। • কন্টেইনারের মালামাল কায়িক পরীক্ষার পরিবর্তে স্ক্যানারের মাধ্যমে পরীক্ষা ও পরিবীক্ষণের জন্য স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে। • সকল মৌসুমে বিশেষ করে বর্ষাকালে পাট ও পাটজাত পণ্য স্টাফিং ও আনস্টাফিং এর জন্য শেড নির্মাণ করা হয়েছে। • নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য সিসিটিভি স্থাপনসহ আধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে এবং আধুনিক সিকিউরিটি গেট নির্মাণ করা হয়েছে। • বিদ্যমান জেটিতে গিয়ারলেস কন্টেইনার জাহাজ হ্যান্ডলিং এর জন্য একটি মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ এর জন্য এফএটি সম্পন্ন হয়েছে। প্রাক জাহাজীকরণের (পিএসআই) প্রস্তুতি চলছে। আশা করা যায় আগামী ১৫-০৫-২০১৯ তারিখ জাহাজীকরণ সম্ভব হবে।	
			মোংলা বন্দরের মাধ্যমে ব্যবসা আরও সহজ করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সমূহ হাতে নেয়া হয়েছেঃ • কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও ইয়ার্ড সুবিধাদিসহ ৮টি টার্মিনাল নির্মাণ। • কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং আরও দক্ষতা সাথে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রায় ৮৪টি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা। • বন্দর সীমানায় আগত সমুদ্রগামী জাহাজসমূহ মনিটরিং করাসহ দক্ষতার সাথে হ্যান্ডলিং করার লক্ষ্যে বন্দর ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস) প্রবর্তন । • বন্দরে সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন। • বন্দরে আমদানিকৃত গাড়ি সংরক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাল্টিলেভেল কার ইয়ার্ড নির্মাণ। • আমদানি-রপ্তানীকৃত পণ্য নিরাপদে পরিবহনের জন্য মোংলা বন্দরের প্রধান সড়ক ও বাইপাস সড়ক উন্নয়ন এবং দিগরাজ রেলক্রসিং এ ওভারপাস নির্মাণ। • ট্রানজিট পণ্য পরিবহনের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ। • পরিবেশ বান্ধব বন্দর বিনির্মাণে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন।	
		ব্লু ইকোনমি, পরিবেশ সুরক্ষা	• ব্লু ইকোনমিতে মোংলা বন্দরের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। এ লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। • মোংলা বন্দরকে পরিবেশ বান্ধব বন্দর বিনির্মাণে এবং সমুদ্র দূষণ রোধকল্পে ইতোমধ্যে ১টি অয়েল স্পিল ক্লিনআপ ভেসেল সংগ্রহ করা হয়েছে, আরও ২টি অয়েল স্পিল ক্লিনআপ ভেসেল সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। • আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।	

২.	**অনিষ্পন্ন বিষয়াদিঃ** (ক) মবক কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের সিনিয়র স্টাফ নার্সদের বেতন স্কেল ও পদমর্যাদা উন্নীতকরণ।	(ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য দ্রুত প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং মবক অধিশাখায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আরো উদ্যোগী হয়ে কাজটি বেগবান করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো।	(ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর চাহিত তথ্যাদিসহ (চেকলিষ্ট অনুযায়ী) গত ০৯-১২-১৮ তারিখে নৌপম এ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে গত ২৪-১২-২০১৮ তারিখে নৌপম হতে উক্ত তথ্যাদি পুনঃ প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তদানুযায়ী গত ২৭-০১-১৯ তারিখে নৌপম এ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা যোগাযোগ করে জানতে পারেন যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মহোদয়ের দপ্তরে আছে।	প্রশাসন বিভাগ (কর্ম শাখা)
	(খ) মবক'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে বন্দর এলাকায় সপরিবারে বসবাস প্রসঙ্গে।	(খ) মোংলা এলাকায় বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও সকল কর্মকর্তা / কর্মচারীকে মবক এলাকায় বসবাসের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	(খ) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে বন্দর এলাকায় সপরিবারে বসবাসের জন্য ভারতীয় অর্থায়নে (LoC-3) বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট শীর্ষক প্রকল্পে আবাসিক বহুতল ভবন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ২০-০৯-১৮ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য গত ২০-১১-১৮ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রকল্পটির উপর গত ১৮-০১-১৯ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	
	গ) মবক'র শূন্য পদের জনবল নিয়োগ	গ) মবক'র শূন্য পদে দ্রুত জনবল নিয়োগ করতে হবে।	গ) মবক'র শূন্য পদের জনবল দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান।	
	ঘ) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সেট-আপ (সাংগঠনিক কাঠামো) যুগোপযোগীকরণ।		ঘ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মবক'র প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদ সংক্রান্ত অসম্পূর্ণ প্রস্তাব উল্লেখ করে গত ৪-৬-১৮ তারিখ নৌপম এর পত্রের সাথে সংযুক্ত চেকলিষ্ট অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তদপ্রেক্ষিতে গত ১৬-০৮-২০১৮ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। নৌপম হতে গত ০৯-০৯-২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৫-১০-২০১৮ তারিখে নৌপম এর চাহিত তথ্যাদি গত ০২-০১-২০১৯ তারিখ নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। (বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে মবক'র অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা (**সংযুক্তি-"ক"**)।	
৩.	শূন্যপদে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গে	১। মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সকল দপ্তর/ সংস্থার বিদ্যমান শূন্য পদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত অবহিত করতে হবে। সকল ধরণের নিয়োগে কোটা বিভাজন অনুযায়ী নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১। বর্তমানে মবকতে ১৭৮৫ টি শূন্য পদের মধ্যে ৯২০টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। ৪১৭ টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী হয়েছে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ০৯-০৪-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ১১৭ টি পদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষা শেষে ৭১ টি পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। ১১/১২ এপ্রিল ২৫ টি পদের বিপরীতে লিখিত/মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অবশিষ্ট পদগুলোর নিয়োগ পরীক্ষা পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা হবে। আগামি জুন-১৯ এর মধ্যে শূন্য পদের নিয়োগ কার্যক্রম ১০০% সম্পন্ন করতে হবে।	প্রশাসন বিভাগ (কর্ম শাখা)

		২। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১১৯নং স্মারকে ২৮-০৫-২০১৮ তারিখে মহাপরিচালক-৩ মহোদয়ের সভাপতিত্বে শূন্য পদে নিয়োগ সংক্রান্ত সভায় প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	২। নিয়োগ কর্মপরিকল্পনা ০৯/০৪/১৯ তারিখে নৌপম-এ প্রেরণ করা হয়েছে।	
		৩। নিয়োগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি বিধান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার আইন-কানুন, বিধি বিধান অনুসরণ করে নিয়োগ দেয়ার জন্য সংস্থা প্রধান, নিয়োগ বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের মনোনিত প্রতিনিধিকে প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।	৩। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি বিধান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার আইন-কানুন, বিধি বিধান অনুসরণ করে মবক'র নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।	
		৪। নিয়োগ পরীক্ষায় প্রতিটি পদের বিপরীতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে থেকে ক্ষেত্র বিশেষে ৩/৪ জন প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিবেচনা করতে হবে।	৪। নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	
		৫। মৌখিক পরীক্ষার সময় আবেদিত প্রার্থীর বিপরীতে বোর্ডের সকল সদস্য আলোচনার ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন।	৫। মৌখিক পরীক্ষার সময় বোর্ডের সকল সদস্যের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সমন্বিত নম্বর প্রদান করা হয়।	
		৬। বিধিবিধান প্রতিপালন করে নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	৬। বিধিবি ITT, KUET ধান প্রতিপালন করে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।	
		৭। শূন্য পদের নিয়োগ ৬ মাসের মধ্যে, সম্ভব হলে ৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	৭। নির্দেশনা অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।	
		৮। লিখিত পরীক্ষার জন্য IBA এর সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।	৮। আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত IBA/ ITT, KUET সহ আরও কয়েকটি সংস্থারসাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	
		৯। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে	৯। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।	
		১০। প্রকল্পের আওতায় কতটি পদ বৃদ্ধির প্রস্তাব ও নিয়োগবিধির প্রস্তাব দেয়া আছে তার তালিকা তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১০। প্রযোজ্য নয়।	
৪.	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ প্রসঙ্গে	১। দপ্তর/ সংস্থার মাসিক ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির অডিট আপত্তির বিস্তারিত তালিকা এবং নিষ্পত্তিকৃত তালিকা সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবে। যত দ্রুত সম্ভব অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত হয়। যুগ্মসচিব (অডিট) বিষয়গুলো তদারকি ও যোগাযোগ করে নিষ্পত্তি করবে।	১। (ক) মার্চ-১৯ মাসে কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। (খ) মার্চ-১৯ মাসে ০৮ টি বৈদেশিক সাহায্যে পুষ্ট প্রকল্পের অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি পত্র পাওয়া গেছে; যার জড়িত টাকার পরিমান ৭১,৮৮,৯২২.৯১ টাকা। (গ) ০৪-০৪-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত অমীমাংসিত আপত্তির সংখ্যা (২৩২-৮) = ২২৪ টি। অমীমাংসিত আপত্তির সংখ্যা ২২৪ টি ; যার বিভাজন নিম্নরুপঃ i) সাধারণ আপত্তি ১২২ টি। ii) অগ্রীম আপত্তি ৮৬ টি। iii) সিএজি রির্পোটভুক্ত ১৬ টি।	নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ
		২। মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট শাখা সংশ্লিষ্ট দপ্তর / সংস্থার সমন্বয়ে প্রতিমাসে দ্বিপাক্ষিক / ত্রিপাক্ষিক সভা করবে এবং এ ধারা অব্যাহত রেখে আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	২। আগামী ১১-০৪-২০১৯ খ্রিঃ একটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় ১০ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপন করা হবে। প্রতি দুমাস অন্তর দ্বিপাক্ষিক সভার আয়োজন করতে হবে।	
		৩। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২) সভাপতিত্বে বিআইডব্লিউটিসিতে ত্রিপক্ষীয় সভা করতে হবে। তাদের অডিট আপত্তির সংখ্যা জরুরী ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিস্পত্তি করে কমিয়ে আনতে হবে।	৩। বিষয়টি মবক সংশ্লিষ্ট নয়।	

৫.	মামলা সংক্রান্ত	সংস্থা ভিত্তিক মামলার অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা করতে হবে।	বিভিন্ন আদালতে মবক সংশ্লিষ্ট মামলা-১৭৪ টি। সংস্থার প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তা বাদী হিসেবে মামলার সংখ্যা- ৭১ টি। সংস্থার প্রধান ও অন্য কর্মকর্তাকে বিবাদী হিসেবে মামলার সংখ্যা- ১০৩ টি। (তন্মধ্যে সচিব মহোদয় বিবাদীভুক্ত মামলার সংখ্যা- ৩৬ টি)। মবক সংক্রান্ত পেন্ডিং মামলাগুলো আগামী ০৬ মাসের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য এ্যাডভোকেটদের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। যে কোন উপায়ে মামলার সংখ্যা কমাতে হবে। প্রয়োজনে আর্থিক বিষয়ে এ্যাডভোকেট এর সাথে চুক্তি করতে হবে।	প্রশাসন বিভাগ (ই,আর শাখা)
৬.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত	১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রদত্ত নির্দেশনার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে যথাযথভাবে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে আরো সতর্ক হতে হবে। ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কোন অবস্থায় পেন্ডিং রাখা যাবে না। ৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৪। সংশ্লিষ্ট দপ্তর / সংস্থা প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। প্রাপ্ত তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে আপলোডের ব্যবস্থা নিতে হবে। ৫। বিভিন্ন প্রকল্প এর সাথে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিক প্রকল্প কাজের অগ্রগতি মনিটরিং/পরিদর্শন করবেন। ৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতি যদি বাস্তবায়নযোগ্য না হয় বা সে বিষয়ে কোন জটিলতা থাকলে তা জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।	১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে যথাযথভাবে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়। ২। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত ০৪টি প্রতিশ্রুতির নিম্নরুপভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। ক) **যে কোন উপায়ে মোংলা বন্দরকে সচল রাখা-** মোংলা বন্দর কার্যকরীভাবে সচল আছে। বর্তমান সরকারের সক্রিয় পদক্ষেপের ফলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রেকর্ড সংখ্যক ৭৮৪টি জাহাজ এবং ৯৭.১৬ লক্ষ মেট্রিকটন কার্গো হ্যান্ডেল করা হয় এবং ২৬৬.৪২ কোটি টাকার অধিক রাজস্ব অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। খ) **মোংলা বন্দরের কার্যকরী ব্যবহার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা**- মোংলা বন্দর কার্যকরীভাবে সচল আছে। গত ২০০৯ সাল হতে ক্রমাগত জাহাজের সংখ্যা, কার্গোর পরিমান ও রাজস্ব আয় প্রতি বছর প্রায় ২৫%-৩০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোংলা বন্দরের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে জুন ২০১৮ সাল পর্যন্ত জিওবি অর্থায়নে ১৩টি এবং নিজস্ব অর্থায়নে ৩০টির অধিক উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন, ০৬টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন এবং ০৪টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে। গ) **(১) মোংলা উপজেলার পশুর নদী ড্রেজিং করা**- মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের নাব্যাতা বজায় রাখার জন্য ড্রেজিং কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। নভেম্বর-২০১৩ হতে জুন-২০১৮ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে মোট ৩৯.২৪ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। হিরণ পয়েন্টের নীলকমলখালে ১.৯০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জেটির সম্মুখে ৩.৬০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক জোয়ারে ৭.৫ মিটার গভীরতার জাহাজ নির্বিঘ্নে বন্দরে আগমন-নির্গমন করতে পারছে। "মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১৩ কিঃ মিঃ নদী পথে ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ২২.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ১০৪ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের মাটি ফেলার জন্য	প্রশাসন বিভাগ

			ডাইক নির্মাণ ও সার্ভে কাজ চলমান। জয়মনিরগোল এলাকায় ১৩.৯৪ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এর জন্য সার্ভে কাজ চলছে। মোংলা বন্দরের চ্যানেলের ৮.৫ মিটার সিডি গভীরতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে পুরো চ্যানেলটিতে ১০মিটার পর্যন্ত নাব্যতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে। সংরক্ষণ ড্রেজিং এর জন্য ২টি কাটার সাকশন ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। **(২) প্রতিবছর পশুর চ্যানেলে সংরক্ষণ ড্রেজিং করা-** মোংলা বন্দর চ্যানেলে ২০০৯ সাল হতে ৫০.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করা হয়েছে। আউটার বার ও জয়মনিরগোল এলাকায় এবং মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত প্রায় ১৫৬.১২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের জন্য ০৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। ইতোমধ্যে প্রায় ২২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করা হয়েছে। নিজ অর্থায়নে জেটি সম্মুখে ৩.৬০ লক্ষ ঘনমিটার এবং হিরনপয়েন্ট এর নীলকমল খালে ১.৯০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ করা হয়েছে। **ঘ) দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের জন্য একটি ধারণা পত্র তৈরী**- মোংলা বন্দর হতে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি ধারণা পত্র গত ০২-০৮-২০১৭ তারিখে সূত্র নং-১৮. ১৪. ০১৫৮. ১২৪. ২৭. ০৪৩.২০১৭-১৭৩০ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্প্রতি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ০৭টি জেলার উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। উক্ত ধারণাপত্রে মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ফ্লাইওভার, টার্মিনাল, ইন্ডাস্ট্রি, ডাইভারশনরোড, ট্যুরিজমসিটি, ট্যুরিজম, ইকোপার্ক, আধুনিক বিল্ডিং, টাওয়ার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।	
		৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রতি মাসে পর্যালোচনা সভা করতে হবে।	৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রতি মাসে মবকতে সভা অনুষ্ঠিত হয়।	
৭.	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	১। শাখাসমূহ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২ কার্য দিবসের পূর্বে দপ্তর/ সংস্থা হতে সংগ্রহ করে উক্ত প্রতিবেদন নিকস ফন্টে (হার্ডকপি ও সফটকপি) মন্ত্রনালয়ের প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব সমন্বিত প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।	১। (ক) মবক'র আইন-২০১৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীপূর্বক গত ০৪-১১-২০১৮ তারিখে নৌপমে প্রেরণ করা হয় এবং নৌপম হতে গত ২৫-১১-২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর গত ৩১-০১-১৯ তারিখে মবক আইন, ২০১৯ এর বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় কিছু সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। সংশোধনী মোতাবেক গত ১১-০২-২০১৯ তারিখে নৌপম এ পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর নৌপম হতে গত ১৪-০৩-১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে কতিপয় তথ্যাদির ৭৫ সেট প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। তদানুযায়ী তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) The Protection of Ports (Special Measures) Act. 1948, এর প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ০১-০৪-২০১৯ তারিখে নৌপমে প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রশাসন বিভাগ (ওএন্ডএম)

		২। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচিব মহোদয়কে অবহিত করতে হবে। ৩। পেন্ডিং থাকা ০৭টি আইনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে আইন শাখা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	২। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে নীতিগত অনুমোদনের জন্য নৌপম এ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৩। বিষয়টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট।	
৮.	ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রম সংক্রান্ত	১। সংস্থা ভিত্তিক ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে। ২। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে। ৩। ব্লু- ইকোনমি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত চুড়ান্তকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। মবক হতে ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত নৌপম এ প্রেরণ করা হয়। ২। বিষয়টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট। ৩। ব্লু- ইকোনমি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক গত ২৬-০৭-২০১৮ তারিখে নৌপম এর প্রেরণ করা হয়েছে। নৌপম সকল সংস্থার সমন্বয়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	পরিকল্পনা কোষ
৯.	আইন বাংলায় অনুবাদ সংক্রান্ত:	ক। যে সকল আইন এখনও বাংলায় অনুবাদ করার কাজ শেষ হয়নি, সে সকল আইন বাংলায় অনুবাদের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। খ। আইনসমূহ অনুবাদের বিষয়ে সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে। সে সাথে বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক নিয়োগের খরচ স্ব-স্ব সংস্থা বহন করবে। গ। আইন ও বিধি প্রণয়ন দ্রুত শেষ করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ এর মতামত নিতে হবে । ঘ। প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	বিষয়টি ক্রমিক নং-০৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে।	প্রশাসন বিভাগ (ওএন্ডএম)
১০.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে BIWTA,BIWTC,CPA,MPA কে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণে বলা হয়। ২। APA টিম নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। উক্ত বিষয়ে সকলের তদারকি বাড়াতে হবে।	মবক'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন জুলাই-ডিসেম্বর, ১৮ গত ২৭-০১-১৯ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈ-মাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির স্থির চিত্র ও ভিডিও গত ২০-০৩-১৯ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে।	পরিকল্পনা কোষ
১১.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	১। দপ্তর/ সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-টেন্ডারিং, অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ভাবনী ধারণা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/ সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১। শুদ্ধাচারঃ মবক তে প্রতিমাসে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং শুদ্ধাচার নীতিমালা-২০১৭ এর আলোকে স্কোরের ভিত্তিতে প্রতি বছর দুই গ্রেডের দুইজন কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। ই-টেন্ডারিংঃ মবকতে ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়েছে ৪৪টি, চলমান আছে ২৯টি। ই-টেন্ডারিং এর তালিকা আপডেট রাখতে হবে। অনলাইন সেবাঃ মবকতে ই-ফাইলিং এর পাশাপাশি দুটি সার্ভিসকে ই-সার্ভিসে রুপান্তরের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যথাঃ	প্রশাসন বিভাগ (প্রশাসন শাখা)

			ক। আমদানিকৃত মালামাল ট্রাক/ট্রেইলারে লোড করার পর নিরাপত্তা মেইন গেইট থেকে বের হবার জন্য e-cart ticket ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এবং খ। Import General Manifest (IGM) গ্রহণ, শিপিং এজেন্ট কর্তৃক C&F এজেন্ট এর অনুকূলে ডেলিভারী অর্ডার প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম Online এ সম্পন্ন করা হচ্ছে। <u>ই-ফাইলিংঃ</u> মার্চ-১৯ মাসে স্ব উদ্যোগে নোট নিষ্পন্ন-৪৭৭টি, ডাক নিষ্পন্ন-৩৪৫টি, ডাক হতে নোট সৃজন – ২২টি, নথি নিষ্পত্তি- ৩৪২টি ও পত্র জারী-১৬৬টি। ই-ফাইলিং কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রতিমাসে একজন নারী ও একজন পুরুষ কর্মীকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। নিম্নবর্ণিত কমিটি ২ জন সেরা কর্মী বাছাই করবেন। সদস্য (অর্থ), মবক, মোংলা-আহবায়ক পরিচালক (প্রশাসন), মবক, মোংলা- সদস্য জনাব সালাহ্ উদ্দিন কবির, সহকারী ব্যবস্থাপক (কর্ম), মবক, মোংলা- সদস্য জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম কাওছার, সহকারী প্রকৌশলী, মবক, মোংলা- সদস্য জনাব শিরিন আফরোজ অনু, সহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ), মবক, মোংলা-সদস্য <u>উদ্ভাবনী ধারনাঃ</u> মবকতে বর্তমানে ইনোভেশন টীম কর্তৃক ০৩ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যথাঃ- (ক) পেনশন সহজীকরণ- i. পিআরএল এর মঞ্জুরের খসড়া অফিস আদেশ যাচাই ও জারীর ক্ষেত্রে প্রচলিত ধাপ ৪৮ টি। অনুমোদিত ধাপ ১১টি। ii. অবসর সংক্রান্ত অফিস আদেশ যাচাই, জারী ও তদসংক্রান্ত কার্যাদির প্রচলিত ধাপ ৪৮ টি। অনুমোদিত ধাপ ১১ টি। iii. অবসরভাতার ফরম পূরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধাপ ৪৭ টি। অনুমোদিত ধাপ ১৯টি। iv. বিল, ভাউচার ও চেক প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধাপ ৩১ টি। অনুমোদিত ধাপ ১২ টি। (খ) জেটির পাড় ধ্বস রোধঃ- জেটির পাড় ভেঙ্গে নিয়মিত ভূমি ধ্বসের ফলে নাব্যতা রক্ষা দুরূহ পর্যায়ে ছিল। সীট পাইলিং এর মাধ্যমে যা প্রতিরোধ করতে প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭০ কোটি টাকা। বর্তমানে বল্লি দিয়ে একটি উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে মাত্র ৭০ লক্ষ টাকা দিয়ে উক্ত ভূমি ধ্বস নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হয়েছে। এবং	ই-ফাইলিং কার্যক্রম আরো বাড়াতে হবে।

		২। কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবিসহ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। স্কোরের ভিত্তিতে প্রতি বছর শুদ্ধাচার পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	(গ) ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট, বিদ্যমান ওয়্যার হাউজকে দ্বিতল কার পার্কিং সুবিধায় রুপান্তর করা। ২। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭ এর আলোকে স্কোরের ভিত্তিতে ২০১৮ সালের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রতি তিন মাস অন্তর শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সভার আয়োজন করতে হবে এবং সকলকে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত নীতিমালা/বই পড়তে হবে।	
১২.	তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই)	তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।	প্রশাসন বিভাগ (প্রশাসন শাখা)
১৩.	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত	প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়।	প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তরে প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার দিন বেলা ৩.০০ টায় শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়।	প্রশাসন বিভাগ (প্রশাসন শাখা)
১৪.	মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং, ইনোভেশন ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ	১। মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং বিষয়ে শাখাসমূহের প্রস্তুতকৃত বিভাজন অনুযায়ী মাসে স্কোর নিশ্চিতকরণ করতে হবে। ২। শাখা কর্মকর্তাগণ (সহঃ সচিব/সিনিঃ সহঃ সচিব/উপ সচিব) প্রতি সপ্তাহে ০১ দিন (হতে পারে বুধবার বেলা ২.৩০ ঘটিকা) উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কি না তা প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা পূর্বক নিশ্চিত করতে হবে। ৩। উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ (যুগ্ম সচিব ও তদুর্ধ্ব) দিনে ০২বার ই-ফাইলিং এ প্রবেশ করতঃ আগত নথি/ডাক নিষ্পত্তি করবেন। ৪। শাখা ভিত্তিক পারফরমেন্স সকলের অবগতির জন্য মাসিক সমন্বয় সভায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে হবে এবং লক্ষমাত্রা অর্জনের বিষয়ে শাখার কর্মকর্তাগণ সভাকে অবহিত করবেন। ৫। ই-ফাইলিং কার্যক্রমে পারফরমেন্স নিম্নে অবস্থিত সংস্থা/শাখার প্রধানগণকে অধিকতর নজর দানের নির্দেশনা দেয়া হলো। ৬।নিয়মিত সভার মাধ্যমে ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকী করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবে। ৬। ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড করতে হবে এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখতে হবে। সকল শাখা অধিশাখা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আইসিটি শাখাকে সহায়তা করবে।	বিষয়টি মবক সংশ্লিষ্ট নয়।	
১৫.	এডিপি বাস্তবায়ন	৩০ মে এর মধ্যে এডিপির সকল অর্থ ব্যয় করতে হবে। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর এর প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে হবে।	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত টাকা ১০০% ব্যয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	পরিকল্পনা কোষ
১৬.	**<u>বিবিধঃ</u>**	ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছর শেষের দিকে হওয়ায় বিষয়টি বিবেচনা করে অধিক গুরুত্ব দিয়ে এই অর্থ বছরে গ্রহণকৃত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। খ) মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মনিটরিং কর্মকর্তাগণ নিয়মিত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন শেষে জরুরী ভিত্তিতে মতামত/প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিত করবেন এবং	ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজ জোরদার করা হয়েছে। খ) বিষয়টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট।	পরিকল্পনা কোষ

		প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।		
i.	মবক'র হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের সিনিয়র স্টাফ নার্সের বেতন স্কেলে ও পদমর্যাদায় উন্নীতকরণ এবং গ্রাচুইটির পরিবর্তে ১৭জন কর্মচারীকে পেনশন প্রদান প্রসঙ্গে।	মবক'র হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের সিনিয়র স্টাফ নার্সের বেতন স্কেলে ও পদমর্যাদায় উন্নীতকরণ এবং গ্রাচুইটির পরিবর্তে ১৭জন কর্মচারীকে পেনশন প্রদান বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা
ii.	সিটিজেনস চার্টার হালনাগাদ	মবক'র সিটিজেনস চার্টার আপডেট করার জন্য চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সকল বিভাগীয়/কোষ প্রধানগণের সমন্বয়ে সভা করতে হবে।	সিটিজেনস চার্টার আপডেট করে মবক'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	সচিব (বোওজস)
iii.	ওয়েবসাইট আপডেটকরণ।	মবক'র ওয়েবসাইট আপডেটকরণের জন্য স্ব-স্ব দপ্তর/শাখা তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ওয়েবসাইটে আপলোড করবে।	এ বিষয়ে বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগ সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন।	সচিব (বোওজস) পরিচালক (প্রশাসন)
iv.	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত	প্রত্যেক বিভাগ/কোষে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে। প্রশিক্ষণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে গাইড লাইন নিয়ে আন্তঃ বিভাগীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে ৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	বিভাগ/কোষ প্রধানগণ স-স বিভাগে আন্তঃ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।	সকল বিভাগ/কোষ প্রধান
v.	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার একটি তালিকা করতে হবে। ই-নথির ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মোঃ সালাহ্ উদ্দিন কবির, সহঃ ব্যবঃ (কর্ম)-কে মনোনয়ন প্রদান করা হলো । প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর ই-নথির রিপোর্ট চেয়ারম্যান অবহিত করতে হবে। জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম কাওসার সহযোগিতা করবেন। অটোমেশনের ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম কাওসার, সহঃ প্রকৌঃ (ইলেঃ)-কে মনোনয়ন প্রদান করা হলো । এবং ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মাকরুজ্জামান, পিআরও- কে মনোনয়ন প্রদান করা হলো ।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণকে স্ব-স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে।	সহকারী ব্যবস্থাপক (কর্ম), সহঃ প্রকৌঃ (ইলেঃ) এবং পিআরও
vi.	ইনোভেশন টিমের সদস্য সংযোজন।	পরিচালক (প্রশাসন) এর বদলীজনিত কারণে ইনোভেশন টিম নিম্মোক্তভাবে পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ১। জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন, (উপসচিব), পরিচালক (প্রশাসন), মবক, মোংলা। ২। জনাব ওহিউদ্দিন চৌধরী, সচিব (বোর্ড ও জনসংযোগ), মবক, মোংলা। ৩। জনাব মোঃ জহিরুল হক, পকিল্পনা প্রধান, মবক, মোংলা।	উক্ত বিষয়ে সংশোধিত অফিস আদেশ গঠন করতে হবে।	প্রশাসন বিভাগ, (প্রশাসন শাখা)

		৪। জনাব আবুল কালাম আজাদ, উর্দ্ধতন উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), মবক, মোংলা। ৫। জনাব মোঃ সোহাগ, সহকারী ট্রাফিক ম্যানেজার, মবক, মোংলা। ৬। জনাব মোঃ মাইদুল ইসলাম, উর্দ্ধতন নিরীক্ষা কর্মকর্তা, মবক, মোংলা। ৭। জনাব বেগম শিরিন আফরোজ অনু, সহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ), মবক, মোংলা।		
vii.	বার্ণ হাউজ নির্মাণ	বার্ণ হাউজ নির্মাণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী (সিঃ ও হাঃ)-কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (সিঃ ও হাঃ)
viii.	পরিচালক (প্রশাসন) কে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর ক্ষমতা অর্পণ।	পরিচালক (প্রশাসন)কে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর ক্ষমতা প্রদান বিষয়ে নৌপমে পত্র প্রেরণ করতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	এ বিষয়ে নৌপম এ দ্রুত পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রশাসন বিভাগ, (ওএন্ডএম শাখা)

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/ ২৮-০৪-১৯
কমডোর এ কে এম ফারুক হাসান
চেয়ারম্যান

নং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অংশ-১).১৮- ২৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ।

বিতরণ : বিভাগ/কোষ/শাখা প্রধান:

..... মবক, মোংলা।

অনুলিপি:

১। সদস্য ( ), মবক, মোংলা।
২। পরিচালক (প্রশাসন), মবক, মোংলা।
৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, মবক, মোংলা।

স্বাক্ষরিত/ ২৮-০৪-১৯
উর্দ্ধতন উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)